সেতুতে ফাটল, পুরুলিয়া-বাঁকুড়া যোগ বিচ্ছিন্ন

হেলে পড়েছে সেতুর একদিক। নিচু হয়েছে রাস্তা। বন্ধ যান চলাচল। শুক্রবার বাঁকুড়ায়। —সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায়

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : সেতুতে ধস। আর তার জেরে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা। দুই জেলার মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী রাস্তায় দ্বারকেশ্বর নদীর উপর পুরনো ব্রিজ ধসে যাওয়ায় গত বৃহস্পতিবার সন্ধে থেকে এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বাঁকুড়ার ছাতনা এলাকার কমলপুরে। দ্বারকেশ্বর নদীর উপর থাকা এই ব্রিজটি দীর্ঘদিনের। ফলে এই ঘটনায় শঙ্কিত ওই এলাকার বাসিন্দারা। চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন ওই রাস্তা দিয়ে যাঁরা নিত্যদিন বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়া কিংবা পুরুলিয়া থেকে বাঁকুড়া যাতায়াত করেন। প্রত্যেকেই বড়সড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত বৃষ্টিতে নড়বড়ে অবস্থা তৈরি হয়েছিল এই সেতুটির। সেতুর বেহাল অবস্থার কথা একাধিকবার জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি বলে তাঁদের অভিযোগ। প্রশাসন উদ্যোগী হলে এদিনের পরিস্থিতি তৈরি হত না বলেই দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। তার উপর সম্প্রতি ভারী বর্ষায় এই সেতুর একাংশের বেশ কিছু জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। তার পরেও এটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

এদিকে দীর্ঘ এই রাস্তা দিয়ে পুরুলিয়ার দিক থেকে বাঁকুড়ায় এবং বাঁকুড়া থেকে পুরুলিয়ার দিকে বাস-ট্রাক থেকে শুরু করে ছোট গাড়ি প্রতিদিন যাতায়াত করে। ফলে সেতুটি বসে যাওয়ার সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। কিন্তু বরাতজোরে তা থেকে রক্ষা মিলেছে বলেই মনে করছে স্থানীয় ছাতনা ব্লক প্রশাসন। ফলে প্রশ্ন উঠছে, কেন এতদিন ওই সেতুটি সংস্কার করা হল না? যদিও শুক্রবারই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হয়েছে। যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এই রাস্তায়। এই সেতুটির দায়িত্বে রয়েছে পূর্ত দফতরের সড়ক বিভাগ। ওই বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার তপোজ্জ্বল মণ্ডল জানান, "শীঘ্রই এই ব্রিজটি তৈরি করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হবে।"

এদিকে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ায় নাকাল হতে হয়েছে বহু মানুষকে। নিত্যযাত্রীদের দাবি, এই পথে যান চলাচল বন্ধ থাকায় তাদের ঘুরপথে পুরুলিয়া যেতে হয়েছে। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে।

তৃণমূল নেতার হত্যারহস্য

অভিযুক্তরা ধরা পড়ার পরও কেন পোস্টার, রাইপুর তোলপাড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, খাতড়া : খুনের পরদিনই গঠিত হয়েছিল বিশেষ তদন্তকারী দল। খুনের দু'সপ্তাহের মধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে অভিযোগপত্রে নাম থাকা সকলে। তার পরও 'প্রকৃত' খুনিদের ধরতে পোস্টার পড়েছে। যে দলের নেতা খুন হয়েছেন, সেই দলের যুব সংগঠনের দেওয়া এই পোস্টার ঘিরে তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাঁকুড়ার রাইপুর ব্লকের তৃণমূল নেতা অনিল মাহাতো খুন হন সপ্তাহ দু'য়েক আগে। স্থানীয় মটগোদার পার্টি অফিস থেকে বেরনোর মুখে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে তাঁকে খুন করা হয়। খুনের ঘটনার পর থেকেই থমথমে রাইপুর। প্রাথমিকভাবে বিরোধী সিপিএম বা মাওবাদীদের উপর অভিযোগের আঙুল উঠেছিল। কিন্তু অনিলবাবুর পরিবারের তরফে বারবার এই ঘটনাকে দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল বলেই অভিযোগ করা হয়েছে। পরিবারের তরফে রাইপুর থানায় যে অভিযোগ জমা পড়েছিল, সেখানে তৃণমূলের সাত নেতা-কর্মীর নাম ছিল।

অনিল মাহাতো

ঘটনার পরদিনই উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। পথ অবরোধ হয়েছিল। প্রশাসনের তরফেও সেদিনই খাতড়ার এসডিপিও ঈশানী রায়ের নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছিল বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তদন্তে নেমে একের পর সাত অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে ব্লকস্তরে তৃণমূলের দু'-তিনজন হেভিওয়েট নেতাও রয়েছেন। প্রত্যেক অভিযুক্তই এখন জেল হেফাজতে রয়েছে। তার পরও রাইপুরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার পড়েছে। পোস্টার দেওয়া হয়েছে যুব তৃণমূলের ব্লক ইউনিটের তরফে। সেখানে অনিল মাহাতো খুনে প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি এই ঘটনার তদন্ত সিআইডির হাতেও তুলে দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। ফলে এই ঘটনায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার দিনভর রাইপুরের বিভিন্ন জায়গায় এই আলোচনাই হয়েছে। ব্লকের অধিকাংশ বাসিন্দার প্রশ্ন, যখন পুলিশ সমস্ত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে ফেলেছে, তার পরও কেন এই পোস্টার?

যদিও এই পোস্টার নিয়ে যুব তৃণমূলের রাইপুর ইউনিয়ের তরফে কারও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে বাঁকুড়া জেলায় তৃণমূলের সভাপতি তথা ওন্দার বিধায়ক অরূপ খাঁ বলেন, "এই ঘটনায় পুলিশ তদন্ত করছে। বাকি বিষয় খতিয়ে দেখছি। দলের মধ্যে এই নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।"

হাজারিবাগের দাঁতালদের তাণ্ডব অব্যাহত পুরুলিয়ায়

২৫ হাতির তিন দল তাড়াতে ভরসা দুই বনকর্মী!

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : একই বিটে তিনটি দল পঁচিশটি হাতি। আর বনকর্মী মাত্র দু'জন। তাও আবার একজন বনরক্ষী বিট অফিসারের দায়িত্বে। আর একজন বনমজদুর। ফলে ঝাড়খণ্ডের হাজারিবাগের বুনো হাতিরা ধারাবাহিকভাবে তাণ্ডব চালিয়ে গেলেও বনদফতর কার্যত অসহায়। বিট অফিস খুলে কর্মীরা দফতরের কাজ সামলাবেন, নাকি যাবেন বুনো হাতি ঠেকাতে? ফলে প্রতিদিন হেক্টরের পর হেক্টর আমন ধানের জমি ও সবজি তছনছ হয়ে গেলেও ক্ষতিপূরণের সমীক্ষাটুকু ছাড়া আর কিছু করার নেই পুরুলিয়া বিভাগের বাঘমুণ্ডি বনাঞ্চলের কালিমাটি বিটের।

তবে বনদফতর জানিয়েছে, হাতির দল যাতে লোকালয়ে না আসে তার জন্য হুলাপার্টি আছে। তাছাড়া বাঘমুণ্ডির বিট আধিকারিক গোটা বিষয়টি দেখভাল করেন। কিন্তু হাজারিবাগের বুনো হাতিদের ঠেকানো যাচ্ছে কোথায়? বিদ্যুৎস্পৃষ্টে সঙ্গিনী হারানো আটটি হাতির দলকে বৃহস্পতিবার রাতে সুবর্ণরেখা নদীর ভাংড়ুং ঘাট দিয়ে ঝাড়খণ্ডমুখী করালেও আবার তারা এই নদীর শালডাবরা ঘাট দিয়ে কালিমাটি বিটে ঢুকে পড়ে। ফলে এই রাতে ওই বিটের গাগি, নোয়াডি এলাকায় আমন ধানের জমি ও সবজি মিলিয়ে প্রায় আড়াই হেক্টর ফসল ক্ষতি করে।

এদিকে এই বিটের সীমান্তে হেঁসলা পাহাড়ে রয়েছে পনেরোটি হাতি। তারা অবশ্য বৃহস্পতিবার রাতে কোনও ক্ষয়ক্ষতি করেনি। তবে তাতে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও উপায় নেই কালিমাটি বিটের। কারণ ওই রাতেই আরও দুটি দলছুট হাতি ওই বিটে ঢুকে বাঁধডি এলাকার প্রায় দু'হেক্টর আমন ধানের জমি নষ্ট করে দেয়। কালিমাটির দায়িত্বপ্রাপ্ত বিট আধিকারিক জলধর শবর জানান, "কর্মী সংকটের মধ্যেও আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে হাতির দল লোকালয়ে ঢুকে তাণ্ডব চালাতে না পারে। তবে হাতির হামলা ঠেকাতে আমরা বাঘমুণ্ডি বিট থেকে সবসময় সাহায্য পাই।"

(উপরে) হাতির ছবি তুলতে ব্যস্ত যুবকরা। (ডানদিকে) মত্ত হাতির তাড়া। শুক্রবার পুরুলিয়ায় ছবি দু'টি তুলেছেন অমিত সিংদেও।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে কালিমাটি বিটে তিনজন কর্মী। দায়িত্বপ্রাপ্ত বিট আধিকারিক জলধর শবর, বনমজদুর সুখরাম সিং মুড়া-সহ আরও একজন বনরক্ষী রয়েছেন। তবে বর্তমানে তিনি প্রশিক্ষণে অন্যত্র আছেন। এই বনাঞ্চলের পাশের বিট বুড়দার অবস্থাও প্রায় একই। সেখানে মাত্র চারজন কর্মী। আর বাঘমুণ্ডি বিট-সহ গোটা বনাঞ্চল মিলিয়ে ন'জন বনরক্ষী, একজন বনমজদুর, এক বিট ও এক রেঞ্জ অফিসার।

বাঘমুন্ডি বিট অফিসার মনোজকুমার মল্ল আবার অযোধ্যা বনাঞ্চলের অযোধ্যা, রাঙাবিট এবং মাঠা বনাঞ্চলের কুন্দনা, পাড়বি, মাঠা ও মাধা সংরক্ষিত জঙ্গল বিটের অফিসার। সাতটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে এই বনাঞ্চলে হাতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত। এমনই সঙ্কটজনক অবস্থা কালিমাটি বিট-সহ বাঘমুণ্ডি বনাঞ্চলের। সেই সঙ্গে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই বনাঞ্চলের আধিকারিক শম্ভুনাথ মাইতি আগামী নভেম্বর মাসে অবসর নেবেন। ফলে হাতি উপদ্রুত এই বনাঞ্চল যে কিভাবে চলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না বনদফতর-ই।

বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড নিয়ে ফের সরব আজসু

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ভূমিকার সমালোচনা করল আজসু (অল ঝাড়খণ্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন)। গত বৃহস্পতিবার চার ঝাড়খণ্ডি কর্মীর শহিদ দিবসে বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন নিয়ে মুক্তি মোর্চার সমালোচনা করেন আজসুর রাজ্য সভাপতি অজিতপ্রসাদ মাহাতো। পুরুলিয়া শহরের আদালত চত্বরে এই শহিদ দিবসের সভায় তিনি বলেন, "২০০০ সালের ১৫ নভেম্বর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন হয়। সেই সময় থেকেই বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু এই দাবিতে ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার ভূমিকা সঠিক নয়। একমাত্র আজসুই এই দাবিতে জোরদার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।" ওই সভায় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরকে নিয়ে বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের জন্য আবারও দাবি জানানো হয়। ১৯৯৪ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এই দাবি নিয়ে আন্দোলনের সময় পুরুলিয়া মফস্বল থানার কাঁপাই মোড়ের কাছে পুলিশের গুলিতে কমলাকান্ত মাহাতো, মহেশ্বর হাঁসদা, নবকিশোর মাহাতো, ধর্মদাস মাহাতো মারা যান। সেই সময় অজিতপ্রসাদ মাহাতো মুক্তি মোর্চার রাজ্য সভাপতি ছিলেন। এখন তিনি আজসুতে। ঝাড়খণ্ডিদের শহিদ দিবস তিনি পালন করে থাকেন।

টোটো আটক ঘিরে বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : টোটো-জিও গোলমালের জেরে বেশ কয়েকটি টোটোকে আটক করল বাঁকুড়া সদর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই ঘটনায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল বাঁকুড়া শহর। শহরের কলেজ রোডে অবরোধ হয়েছিল। কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই জেলা শহর। টোটো চালকদের অভিযোগ, তাঁদের চালককে মারধর করেছে জিও চালকরা। অন্যদিকে জিও চালকরাও পাল্টা অভিযোগ করেছে। ফলে শুধু টোটো আটক করায় ক্ষোভ বাড়ছে টোটো চালকদের মধ্যে। পুজোর মুখে এই ঘটনায় চালকরা বিপাকে পড়বে বলে অভিযোগ করেছেন টোটো চালক ইউনিয়নের সম্পাদক কৌশিক গরাই। এদিকে বাঁকুড়া সদরের মহকুমাশাসক অসীমকুমার বালা বলেন, "ছোট গাড়ির চালকদের নিয়ম মানতে হবে। অন্যথায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" এদিকে এদিন বাঁকুড়া শহরের পরিবহণ ব্যবস্থা স্বাভাবিক ছিল।

মৃতদেহ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার, বাঁকুড়া : অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ উদ্ধার হল শুক্রবার সকালে। বাঁকুড়া মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের নার্সিং হস্টেল সংলগ্ন এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুরুলিয়ায় ৪৩ ম্যারেজ অফিসার নিয়োগ রাজ্যের

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : সবার জন্য বিবাহ নিবন্ধীকরণ কর্মসূচি সফল করতে পুরুলিয়ায় ৪৩ জন ম্যারেজ অফিসার নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। শুক্রবার নবনিযুক্ত ওই ম্যারেজ অফিসারদের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরও হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ম্যারেজেস হৃষীকেশ মুদি। তিনি জানান, বিয়ে সরকারিভাবে নথিভুক্ত করালে নানা কাজে সুবিধা পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের রেজিস্ট্রি ম্যারেজ বাধ্যতামূলক। সামাজিক বিয়ের পর যে কোনও সময় তা করা যায়। সাধারণত খরচ পাঁচশো টাকা হলেও। বিপিএল পরিবারগুলি ছাড় পায়। কিন্তু এই বিষয়ে এখনও সচেতন নন অধিকাংশ মানুষ। তাই এ নিয়ে লিফলেট বিলি করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে রাজ্যের তরফে। নেওয়া হয়েছে সবার জন্য বিবাহ নিবন্ধীকরণ কর্মসূচিও। এদিন পুরুলিয়া থেকে ওই কর্মসূচির সূচনা হল। এবার থেকে প্রতিটি থানা এলাকাতেই দু'জন করে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন সফল হয়নি, মানল কুরমিরা

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : পণপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সফল হয়নি। প্রতিনিধি সম্মেলনের কর্মসূচি উপলক্ষ্যে প্রচারপত্র ছেপে, তা স্বীকার করে নিল পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুরমি সমাজের পুরুলিয়া জেলা কমিটি। গত বছর ওই সংগঠনের সম্মেলনে পণপ্রথার বিলুপ্তিকরণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই আন্দোলন সেভাবে সফল হয়নি বলেই ওই প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে লেখা হয়েছে, "কুরমালি মতে মর্খী ক্রিয়া যতটা সফলতা পেয়েছে, পণপ্রথা ও মদ্যপানের বিরুদ্ধে সমাজ আন্দোলন ততটা সফলতা পায়নি।" প্রসঙ্গত, শনিবার থেকে ওই সংগঠনের প্রতিনিধি সম্মলন বা 'বাছট মানতা' শুরু হচ্ছে। পুরুলিয়ায় কোটশিলা থানা এলাকার বৃহস্পতি মাহাতো মেলা ময়দানে দু'দিনের এই সম্মেলনে ওই বিষয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের মুখ্য উপদেষ্টা অজিতপ্রসাদ মাহাতো।

কুয়োয় পড়ে মৃত্যু দুই ভাইয়ের, শোকস্তব্ধ পুরুলিয়ার ভুরকুণ্ডাবাড়ি

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : খেলতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে মৃত্যু হল দুই ভাইয়ের। মৃতদের নাম বাণেশ্বর গড়াই (৩) ও মহেশ্বর গড়াই (৪)। তাদের বাড়ি পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানা এলাকার ভুরকুণ্ডাবাড়িতে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে। ওই সময় বাড়িতে কেউ ছিলেন না। বাড়ির সামনে ওই দু'জন খেলছিল। পরে বাড়ির লোক ফিরে আসে। কিন্তু ফিরে এসে তাঁরা কাউকে খুঁজে পাননি। তখন হইচই পড়ে বাড়িতে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরে দেখা যায় বাড়ির সামনে কুয়োর জলে ভাসছে দুই ভাইয়ের মৃতদেহ। এই ঘটনায় ওই এলাকায় কার্যত শোকের ছায়া নেমেছে।

ট্রাক্টর উল্টে মহিলার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হল এক মহিলার। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম শুকুরমণি বেসরা (৪৫)। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থানার অযোধ্য পাহাড়ের ছাতনি গ্রামে। বৃহস্পতিবার রাতে ওই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ ঘাতক ট্রাক্টরটি আটক করেছে।

জেলা পুলিশের অফিসের পাশেই অবৈধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত, চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার, পুরুলিয়া : চারশো প্যাকেট অবৈধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত হল পুরুলিয়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, নিমাই কর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। ধৃতের কাছ থেকেই ওই শব্দবাজিগুলি উদ্ধার হয়েছে। নিমাই করের পুরুলিয়া জেলা পুলিশ কার্যালয়ের পাশেই একটি স্টেশনারি দোকান রয়েছে। সেই দোকান থেকেই শব্দবাজি বিক্রি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ এসেছিল পুলিশের কাছ থেকে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে অবৈধ শব্দ বাজিগুলি আটক করে। শুক্রবার অভিযুক্ত নিমাই করকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে জামিনে মুক্তি দেন।

গ্রামের স্কুলেই প্রাথমিকের পাঠ নিচ্ছে শবর-শিশুরা

সুমিত বিশ্বাস ● বান্দোয়ান

ওরা আর এখন বাঁওলা সেদ্ধ করে পেট ভরায় না। খায় না পিঁপড়ের ডিম। এমনকি নিত্যদিন নেশা করার অভ্যেসও আজ তাদের অতীত। বরং এখন ওরা শালপাতা সংগ্রহ করে মেশিনের সাহায্যে থালা, বাটি তৈরি করে স্বনির্ভর। ফলে তাদের ছেলেমেয়েরা আর নিরক্ষর হয়ে ঘরে বসে থাকে না। এখন তারা রোজ স্কুলে যাচ্ছে। নিজেদের গ্রামেই কচিকাঁচারা পাচ্ছে প্রাথমিক পাঠ।

পঞ্চায়েত বা প্রশাসন নয়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শবর গ্রাম দত্তক নিয়ে বদলে দিয়েছে তাদের জীবন। বেঙ্গল কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিডিএ)-র পুরুলিয়া জেলা কমিটির উদ্যোগে শবররা তাদের জঙ্গল জীবন ভুলেছে। পানীয় জল, শিক্ষা, বিদ্যুতে এখন উন্নয়নের ছোঁয়া ওই শবর গ্রামে।

গ্রামের নাম বাঁন্দুডাবর। পুরুলিয়ার বান্দোয়ান ব্লকের কুইলা পাল যাওয়ার রাস্তায় ডানদিকে তুড়মি ডুংরির পাশে ছবির মতো এই গ্রাম। যেন ক্যানভাসে আঁকা ছবি। কিন্তু আজ থেকে দশ বছর আগে এই গ্রাম ছিল অন্ধকারে ডুবে। বান্দোয়ান ব্লক শহর থেকে পাঁচ কিমি দূরত্বে এই গ্রাম হলেও উন্নয়নের আলো পৌঁছয়নি। বান্দোয়ানের বাসিন্দা তথা এই সংগঠনের সদস্য মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবহেলিত গ্রামের কথা জানতেই ২০০৭ সাল নাগাদ গোটা বিষয়টি তাদের সংগঠনের কর্মকর্তাদের জানান। তারপরই ২০০৭ সালেই এই সংগঠন এই গ্রামকে দত্তক নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ২০০৮ সাল নাগাদ এই সংগঠনের পুরো টিম ওই গ্রামে যান। কিন্তু এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হন এই সংগঠনের সদস্যরা। সংগঠনের সম্পাদক শঙ্খ রায়চৌধুরি বলেন, "সেদিন আমরা ওই গ্রামে পা রাখতেই বাঁন্দুডাবরের মানুষজন লাগোয়া

পুরুলিয়ায় শবরদের জন্য তৈরি হওয়া স্কুল 'শবরী'। —অমিত সিংদেও

জঙ্গলে লুকিয়ে যায়। আসলে আমাদের মতো সুসংহত সভ্যতার বসবাস করা মানুষজনকে এরা সেভাবে দেখেনি। তাই এরা লুকিয়ে যান। আমরা যে ওদের ভাল করতে চাই, সেটা বোঝাতেই প্রায় সাত-আট মাস সময় লেগে যায়।"

তারপর এই শবর জনজাতি যখন গোটা বিষয়টি বুঝতে পারে তখন ধীরে ধীরে এই গ্রামকে নিয়ে কাজ শুরু করে এই সংগঠন। এই অবহেলিত, অনুন্নয়নের গ্রামকে বদলানোর জন্য এই জনজাতির শিক্ষা প্রয়োজন বিষয়টি উপলব্ধি করেই প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার জন্য একটি স্কুল তৈরি করে এই সংগঠন। একজন শিক্ষককে রেখে প্রাথমিক পাঠ দেওয়ার কাজ শুরু হয়। আস্তে আস্তে এই গ্রামের ছেলে মেয়েরা স্কুলে আসা শুরু করে। গ্রামের এই স্কুলে প্রাথমিক পাঠ নেওয়ার পর লাগোয়া ভাঙারডি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। এখন এই গ্রামের ন'টি মেয়ে ও দু'টি ছেলে হস্টেলে থেকে লেখাপড়া করছে। সেই মেয়েগুলির মধ্যে বান্দোয়ান গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী আদরি শবর বলেন, "এই সংগঠনের কাকুদের জন্যই আজ আমরা স্কুলে লেখাপড়া করছি। আমাদের জীবন এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে।" তাই এই শবর গ্রামকে আর আগের মতো নোংরা জল খেতে হয় না। এই সংগঠনের উদ্যোগে বাঁন্দুডাবর দু'টি নলকূপ পেয়েছে। বিদ্যুৎ এসেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র হয়েছে। তাই গোটা গ্রাম জুড়ে লেখা আছে সংরক্ষণে বিসিডিএ। বর্তমানে এই গ্রামে ২৩টি পরিবারে ১৩৫ জন শবর রয়েছে। এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী কানু শবর। কিন্তু তারপরেও এই গ্রামে চোখ পড়েনি প্রশাসনের।

স্থানীয় বাসিন্দা বিশু শবর, মুচিরাম শবর, সুভাষ শবর বলেন, "আমাদের ছেলে-মেয়েরা এখন সকলেই স্কুলে যায়। আমরা আর আগের মতো নেশা করে ঘরে বসে থাকি না।" এই সংগঠন শবরদের ওই গ্রামের নাম দিয়েছে শবরী। বান্দোয়ানের বিডিও সুদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, "আমি এখানে সবে এসেছি। এই গ্রামে যাব। গ্রামের আর কী উন্নয়ন দরকার তা পরিদর্শন করে পরিকল্পনা নেব।" সম্প্রতি এই সংগঠনের রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গিয়েছিলেন পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য সুমিতা সিং মল্ল। তিনি বলেন, "এই গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়িতে যাতে শৌচালয় হয় আমি সেই ব্যবস্থা করছি।"

VACANCY

Wanted an A.T. against **deputation vacancy upto 30/06.2017** (Preferably trained) in Bio-Sc (H/PG), category SC. Eligible candidates may apply to the **Secretary, Ad-Hoc Committee, Ramchandrapur Jr. High School,** P.O.-Barabendya, P.S.-Beliatore, Dist-Bankura, Pin-722203 **within ten days** with photocopy of all testimonials.

Sd/-
Secretary

বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

মনোরমা অ্যাড এজেন্সি
পুরুলিয়া, পি.এন. ঘোষ স্ট্রিট
(ডাঃ সুরেশ কাটারকা চেম্বারের বিপরীতে)
ফোন : ৯৪৩৪২১৯৭৮১
০৩২৫২ ২২৫৬৭৫

কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাইসিং
বাঁকুড়া
৪৫, মিনি মার্কেট, মাচানতলা
ফোন : ৯৭৩৫৮০১২৫৬

অরিজিৎ লিঙ্ক পয়েন্ট
বিষ্ণুপুর, কলেজ রোড
(বিষ্ণুপুর স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে)
ফোন : ৯৪৩৪০৩১৫৯০
০৩২৪৪ ২৫২৪৩৮

রাঙামাটি প্রতিদিন

বিজ্ঞাপনের হার ১লা এপ্রিল, ২০১৬ হইতে কার্যকর
প্রতি (স্কোয়ার সেঃ মিঃ)

সমগ্র বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলার জন্য

সাদা-কালো ঃ ৩৪ টাকা, রঙিন ঃ ৪২ টাকা
৩টি বিজ্ঞাপন দিলে ১টি ফ্রি (৩০ দিন) *
৬টি বিজ্ঞাপন দিলে ৪টি ফ্রি (৪৫ দিন)*
* শর্ত সাপেক্ষে

এ ছাড়া সরাসরি বিজ্ঞাপন পাঠানোর ঠিকানা
২০, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২
ফোন : ২২১২ ৮৪০০-০৬ ফ্যাক্স : ২২১২-৯৪৯২